বিমল চট্টোপাধ্যায়

....

খেলাস্মরণ

১ ঃ উন্মাদের শব্দ ॥

লেখার ছায়ার নীচে লুকিয়ে পড়তে চাই, স্বপ্ন প্রেম আর নির্যাতনের আচরণ আমাকে ডাকে। চারদিকে কীর্তির চিহ্ন, চেঁছে নেওয়া মুখ, আঘাতের লাভ। ক্ষতি লাভ হয়ে ওঠে, উঠছে, ছুঁয়ে দিলেই সব এঁকেবেঁকে যায়, তখনই কথা, কত কথা, মন্থর থেকে দ্রুত, আবার উল্টোটা, ফিসফিসে ভয়, ঝড় মনে হয়, ঝড় উঠছে, ভয়ে গুটিয়ে যাই।

আত্মঘাতী ভাষা সিঁড়ি দিয়ে নামে ভয়ে নষ্ট করি সব, হাত ফাঁকা হলে আগুনের মধ্যে দিয়ে পালানোর পথ চোখে পড়ে, নেই আড়াল, নেই ভ্রমণ।

নাক উঁচু করে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, দাঁত চেপে ঠোঁট ফাঁক করে রাগ মিশিয়ে ছুঁয়ে দিই ছবি, ওরা ছবির আড়াল দেখতে চায়। কী দেখাবে ওরা ?

ভাসতে ভাসতে ঘুম, ঘুমের ফাঁকে-ফাঁকে ঝুলে থাকা অন্ধকার, অন্ধকার কাজ করে, 'বোধ কাকে বলে ?' আমার ওসব নেই, নেই তাই ছটফটানি, কী করে সাজিয়ে তুলব ? আছে, আছে, একটা ছুটো স্বপ্ন।

কাছে এসো তুমি, উদ্বেগ ধ্বনি উদ্ধার সব একাকার করে নিই। ছায়া হয়ে ওঠে ঝরণা, শব্দ শুনতে পাই, মৃত্যুমুখি উন্মাদের শব্দ। সে বা তারা আছে, আছে মাঠে ঘাটে মৃত্যুর মতো অমর।

কাগজে আমি এইসব লিখে ফেলেছি। ভিজে জবজব করছে পাতলা কাগজ। বড় চাপ গেছে। বুকের কাছে ছেঁড়া, ঝড় উঠছে, উঠলেই উড়ে যাবে সব।

২ ঃ খেলাস্মরণ ॥

উৎসবের ধাক্কা খেয়ে শিকড়ের কাছে নামতে চাইছি। খেলাস্মরণের ছবি গরম বাষ্পে গলে উতলা হয়ে উঠছে। ওদের মন নেই ঠোঁট নেই, বোবা, হাল্কা, ভারী ভারী শব্দের নীচে চাপা পড়ে যন্ত্রণায় কাতরায়।

রাজনীতির কারণে যে বিপর্যয় ভাষাকে চায়, ভাষা কি এক উজ্জ্বল ফাঁদ ? শিশুটিকে এগিয়ে এসে ধরা দিতে হল, কসাই পিতামাতা জ্ঞান নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে, শুরু হয় পরিচয়। পরিচয় মানে চাবুক, চাবুকের আঘাত, আঘাতের চমক, সেই হাতে খড়ির দিনে।

আমি ছুঁচ হয়ে তোমার ছেঁড়াফাটা সারিয়ে তুলব, এই দৃশ্যে তুমি নড়াচড়া করোনা, আমি আসলে খুবই কোমল, ফোঁটা ফোঁটা কোমল রক্ত, পিচের রাস্তায় কিছুক্ষণ, গতির মুখে উধাও।

গঠন মানেই হানাহানি। পীড়নের ভোঁতা মুখের দিকে চেয়ে হাসি আসে, যত উচ্ছ্বাস ওই ওদেরই আছে।

বল না সম্পর্কের কথা, থাক যত ভয়, ক্ষয়, মানুষের ব্যবহারের বাড়ি ভূমিকম্পে উল্টে গেছে।

রাজনৈতিক খুনখারাবির দিনে যাদের জন্ম হল তারা আমার সুহৃদ, তারা জানে ঋতু, বোঝে ইতিহাস, তাদের মুখ জড়াজড়ি করি, এই ষড়যন্ত্র তারা ধ্বংস করবে, শুধু আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে হবে। □

Space donated by :

Sree Nishit Chandra Ghosh